তারিখ ০7 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

সংবাদ

প্রশ্নফাঁস রোধে

মেডিকেল শিক্ষা কমিশন গঠনের প্রস্তাব

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধ করতে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত 'মেডিকেল শিক্ষা কমিশন' গঠনের দাবি জানিয়েছেন বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে চিকিৎসক-শিক্ষকদের সমন্বয়ে এই কমিশন গঠনের দাবি জানান তারা।

'মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার সঙ্কট ও সমাধান' শীর্ষক মতবিনিময় সভার এসব দাবি জানানো হয়। গতকাল বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এই সভার আয়োজন করে ডক্টরস ফর হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক নাজমুন নাহার। সংগঠনের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) শাখার সাধারণ সম্পাদক সভায় লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও বিএসএমএমইউ'র সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. রশীদ-ই-মাহবুব, বিএসএমএমইউ'র সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম, স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. এমএ রশীদ, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ডা. মুশতাক হোসেন, শিশু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. এখলাসুর রহমান, দৈনিক সংবাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাশেম হুমায়ূন, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. হুমায়ূন কবীর, অধ্যাপক ডা. শুভাগত চৌধুরী, ২০১৫ সালে মেডিকেলের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্তে গণতদন্ত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যপক ড. আনু মোহাম্মদ ও তদন্ত কমিটির সাথে যুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তানজিমুদ্দিন খান প্রমুখ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডা. কাজী রকিবুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভায় সমাপনী বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডা. শাকিল আক্তার।

ভবিষ্যতে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় ১১ দফা প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে চিকিৎসক গঠনের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

গঠনের : প্রস্তাব

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকদের সমন্বয়ে 'মেডিকেল শিক্ষা কমিশন' গঠন, এই কমিশনকে পরীক্ষার সময়ে এক মাসের জন্য ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দিতে হবে। ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়ম বা প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠলে ফলাফল স্থগিত করে দ্রুত তদন্ত করে তা প্রকাশ করা, বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া, সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন শিক্ষা অধিকার কমিশন গঠন করা, এই কমিশন ভর্তি পরীক্ষাসহ শিক্ষা ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রশ্ন এমনভাবে করতে হবে যাতে কোচিং সেন্টারের ভূমিকা পালনের কোন সুযোগ না থাকে এবং প্রকৃত মেধাবীরাই যাতে সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে এবং কোচিং সেন্টার বন্ধ করতে হবে, বিদেশি কোটার হার ১০ শতাংশের কম করতে হবে।

অধ্যাপক ডা. রশীদ-ই-মাহবুব বলেন, 'দেশ ও সরকারের স্বার্থে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা মন্ত্রণালয় বা আমলাতান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করে একাডেমিশিয়ানদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। দলীয় দাস বা সেবক নয় উপযুক্ত ব্যক্তিকেই এই ভর্তি প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।'

অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম বলেন, 'আমরা একটি গোলক ধাঁধার মধ্যে ঢুকে গেছি। সেখানে জিপিএ-৫ কেও আমরা বিতর্কিত করে ফেলেছি। এতগুলো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হয়েছে তা আদৌ মেডিকেল কলেজ হওয়ার যোগ্য কিনা তা বিবেচনা করা দরকার। যারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করে মেডিকেলে পড়বে তাদের দিয়ে আমরা ভবিষ্যতে নিজেদের চিকিৎসা করাবো কিনা সেটিও ভাবতে হবে আমাদের।' প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে স্বাধীন কমিশন গঠনের দাবি জানান তিনি।

অধ্যাপক ড. আনু মোহাম্মদ বলেন, 'আগামীর ভর্তি পরীক্ষা নিয়েও আমরা উদ্বিগ্ন। অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যের ফসল হচ্ছে প্রশ্ন ফাঁস। এর পুনরাবৃত্তি রোধে আমাদের এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ যখন ওঠে তখন যারা মেধা দিয়ে ভর্তির সুযোগ পান তাদের জন্যও বিষয়টি বিব্রতকর। নকল বা প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে মেডিকেলে ভর্তি হলে মানুষের জীবন হুমকির মুখে পড়বে। যা জাতির জন্যও ক্ষতিকর। আর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অস্বীকৃতির যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা দূর করতে হবে।'

অধ্যাপক ডা. এমএ রশীদ বলেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় সরকারও উদ্বিগ্ন। আগামীতে একটি সুষ্ঠু ও বিতর্কের ঊর্ধ্বে মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার জন্য সরকার ইতোমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। ১৩ সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ বছর মেডিকেলের প্রশ্নপত্র করার দায়িত্ব এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়েছে যা নিয়ে বিতর্ক তৈরির কোন সুযোগ থাকবে না।' প্রশ্নপত্র ফাঁসের তথ্য ও খবর পেলে নিকটস্থ থানা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য অনুরোধ করেন তিনি।

অধ্যাপক তানজিমুদ্দিন খান বলেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধের পাশাপাশি রেজাল্ট তৈরির প্রক্রিয়ার মধ্যেও স্বচ্ছতা আনতে হবে। একই রেজাল্ট ও পয়েন্ট পেয়ে কেউ মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় অন্যজন পায় না। দুজন শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন কেন ভর্তির সুযোগ পেল এবং অন্যজন কেন পেল না এর ব্যাখ্যা থাকতে হবে।'

কাশেম হুমায়ূন বলেন, 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো সরকারের নির্দেশনাও মানছে না। এ থেকে বোঝা যায় এক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণ কোন পর্যায়ে চলে গেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস করে নয়, ভর্তি পরীক্ষায় মেধার পরিচয় দিয়েই চিকিৎসা পেশার সাথে যুক্ত হতে হবে। তা না হলে দীর্ঘমেয়াদি ডিজাস্টার হবে।'